বিজ্ঞাপন

বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ সমীপে বিনয় পুরঃসর নিবেদন যে এই "মূলভাষাবোধ" নামক বঙ্গব্যাকরণ বালকগণের আশুশিক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। সাধুভাষায় নিবন্ধ পাঠনে ব্যাকরণের যে যে বিষয় মহাজনেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যদি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার যোগ্য হয় তাহা হইলে চরিতার্থ হইব।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কোন দোষ থাকিলে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুস্বভাবে গুণ গ্রহণই কর্ত্তব্য।

এই পুস্তক পটলডাঙ্গার বাঙ্গালা ও ইংরেজি লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবেক,—মূল্য ৵১০

শ্রীশ্রীপতি ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ সমীপে কৃত-
জ্ঞতা স্বীকারে নিবেদন।

প্রথম প্রকাশ সময়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যে সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম সফল এবং যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিবেন এরূপ ভরসা একবারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিরা এইখানি সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিয়াছেন দেখিয়া পরমাহ্লাদিতান্তঃকরণে পুস্তকখানিতে প্রথমবারে যে যে বিষয় ছিল তৎসমুদায়ের দোষ সংশোধন ও অসংগ্রের সম্পূরণ পূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত করিলাম ইতি।

শ্রীশ্রীপতি ভট্টাচার্য্য।

১৫ [illegible]
সন ১২[illegible]।

প্রথমবার ৮৫০০
দ্বিতীয়বার ১০৫০

উ। আছে,—প্রতিবর্গের প্রথম বর্ণ (ক চ ট ত প) কে বর্গাদি, প্রতিবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ (খ ছ ঠ থ ফ) কে বর্গ-দ্বিতীয়, ঐ রূপে তৃতীয় বর্ণকে বর্গ-তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণকে বর্গ-চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণকে বর্গ-পঞ্চম, বা বর্গান্ত, আর বর্গতৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও অন্তঃস্থ বর্ণকে গাদি বলা যায়।

প্র। বর্ণের কণ্ঠ্য তালব্যাদি নাম কেন?

উ। তাহার কারণ এই যে, নাভিস্থ বায়ু অবাধে মুখ দিয়া বাহির হইলে কোন বর্ণ জন্মে না, কণ্ঠ অবধি ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানসমূহের মধ্যে যে স্থানে আঘাত লাগিয়া যে বর্ণ জন্মে, সেই বর্ণকে সেই স্থানজ বলা যায়,—অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ কণ্ঠ্য; ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ তালব্য; ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ মূর্দ্ধন্য; ৯ ত থ দ ধ ন ল স দন্ত্য; উ ঊ প ফ ব ভ ম ওষ্ঠ্য; এ ঐ কণ্ঠতালব্য; ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য; বিসর্গ স্বরাধীন; অনুস্বর চন্দ্রবিন্দু ও ঙ ঞ ণ ন ম অনুনাসিক।

প্র। বানান করা কাহারে বলে?

উ। যুক্ত হল বর্ণের পৃথক করার নাম; ক্+অ=ক, ক্+আ=কা ইত্যাদি; ক্ষ=ক্+ষ=ক্ষ, দ্+ধ্+ব=দ্ধ।

প্র। স্বর বর্ণ হলেতে যুক্ত হইবার সময় ভিন্নমূর্ত্তি হয় কি না?

থাকিলে র্=‘ ’ হয়(১), য=‘ ্য ’ হয়, ঋ=‘ ৃ ’ হয়(২)।

প্র। হল বর্ণ সকলের উচ্চারণ সর্ব্বত্র সমান কি না ?

উ। এই কয়টির অন্যথা আছে ‘য’ পদের আদিতে থাকিলে বর্গীয় ‘জ’ ন্যায়, আর যকারের উভয় পার্শ্বে স্বর থাকিলে ‘অ’ ন্যায়, উপসর্গের পর থাকিলে উক্ত দুই প্রকারই উচ্চারিত হয়—যম, যত, নিয়ম, প্রযুক্ত ; জ+ঞ=জ্ঞ, হ+য=হ্য, ষ+ণ=ষ্ণ, ক+ষ=ক্ষ। আদ্য ও যুক্ত ভিন্ন ড ড়-বৎ, ঢ ঢ়বৎ—ডিম, গুড়, ঢক্কা, দৃঢ় ইত্যাদি।

প্র। বিশেষ্য পদ কাহারে বলে ?

উ। যে শব্দের অর্থ (মানে) বস্তুমাত্রকে বুঝায় তাহাকে—বৃক্ষ, গৃহ, বস্ত্র, জল, ইত্যাদি।

প্র। বিশেষণ পদ কাহারে বলে ?

উ। যে পদ বস্তুর গুণ বা অবস্থাকে প্রকাশ করে সে বিশেষণ ; লাল, শ্বেত, শাদা, কাল, ছেঁড়া, তীক্ষ্ণ। লাল বস্ত্র, ছেঁড়া ধুতি। লাল বস্ত্র বলিলে বস্ত্রের লাল গুণ প্রকাশ করে।

প্র। ক্রিয়াপদ কিরূপ ?

উ। যে পদ বাক্য সমাপন করে ও কর্ত্তাকে প্রকাশ করে সে ক্রিয়াপদ—দেখিতেছি, দেখিয়া যাইব।

---

(১) রেফ বলে।
(২) [illegible]

যে শাস্ত্রে এই সকলের বিধি থাকে তাহার নাম ব্যাকরণ।

প্র। পদের সন্ধি করিবার আবশ্যক কি?

উ। অনেক পদের শীঘ্র উচ্চারণের নিমিত্ত।

প্র। সন্ধি কিরূপে হয়?

উ। দুটি পদ শ্রেণীবদ্ধ রাখিয়া প্রথম পদের শেষ বর্ণ ও শেষ পদের আদ্য বর্ণের নিয়মানুযায়িক মিলন (সন্ধি) করিতে হয়। তাহা চারি অংশে বিভক্ত—স্বরসন্ধি, হলসন্ধি, অনুস্বরসন্ধি, বিসর্গসন্ধি।

প্র। চারি প্রকার সন্ধিতে কি প্রভেদ আছে?

উ। প্রথম পদের অন্তে স্বরবর্ণ থাকিলে স্বরসন্ধি, হলবর্ণ থাকিলে হলসন্ধি, অনুস্বর থাকিলে অনুস্বর-সন্ধি, বিসর্গ থাকিলে বিসর্গসন্ধি হয়, অর্থাৎ প্রথম পদের শেষে যে বর্ণ থাকিবেক সেই জাতি সন্ধি হইবেক।

প্র। স্বরসন্ধির নিয়ম কয়টি?

উ। পাঁচটি—দীর্ঘসন্ধি, যত্বসন্ধি, গুণসন্ধি, বৃদ্ধিসন্ধি, আদেশসন্ধি।

প্র। দীর্ঘসন্ধির নিয়ম কি?

উ। সজাতির সহ সজাতীয় দীর্ঘ হয়(১),—নর+

---

(১) দীর্ঘসন্ধিতে যাহা কার্য্য হইবেক তাহা প্রথম পদের শেষ
[illegible]

প্র। বৃদ্ধি সন্ধির নিয়ম কি?

উ। অকারান্তের সহিত একার মিলিয়া 'ঐ' হয়— জন + এক = জনৈক(১)। মহা + ঐশ্বর্য্য = মহৈশ্বর্য্য, ওকার মিলিয়া 'ঔ' হয়—জল + ওকস = জলৌকস, মহা + ঔদার্য্য = মহৌদার্য্য। ঋত শব্দের 'ঋ' আর হয়—শীত + ঋত = শীতার্ত্ত, শোকার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত।

প্র। আদেশ-সন্ধির নিয়ম বল।

উ। স্বর পরেতে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য এ 'অয়' হয়। শে + অন = শয়ন (২), ঐ 'আয়' হয় নৈ + অক = নায়ক, ও 'অব্' হয়,—ভো + অন = ভবন, ঔ 'আব্' হয় নৌ + ইক = নাবিক।

প্র। হল-সন্ধি কয় অংশে বিভক্ত?

উ। দুই অংশে বিভক্ত,—[illegible] সন্ধি, আদেশ-সন্ধি।

প্র। বর্গাদি সন্ধির নিয়ম কি?

উ। বর্গাদি বর্ণ(৩) স্বীয় বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়, স্বর বা গাদি বর্ণ পরে থাকিলে, যথা বাক্ + ঈশ = বাগীশ, অচ্ + অন্ত = অজন্ত, ষট্ + আনন = ষড়ানন, উৎ + অবধি = উদবধি, অপ্ + উত্তম = অবুত্তম। গাদি-

---

(১) বৃদ্ধি কর বলিলে অ, আ [illegible] এ 'ঐ' হয়; উ, ঊ ও 'ঔ' [illegible] 'আর' হয়।

(২) পূর্ব্বপদের শেষে একজাতি বা ওকারাদি ও শেষ পদের আদিতে যে কোন একটী স্বরবর্ণ থাকিলে আদেশ-সন্ধি হয়।

(৩) পূর্ব্বপদের অন্তে বর্গাদি বর্ণ থাকিলে, শেষ পদের আদিতে স্বর বা গাদি বর্ণ থাকিলে হইবে।

পরে থাকে যথা:—বাক্+মী=বাগ্মী, ষট্+বিংশ=ষড়্বিংশ, সৎ+ব্যয়=সদ্ব্যয়, অপ্+জ=অব্জ, এবং বর্গান্তবর্ণ পরে থাকে বর্গাদি ইত্যাদি বর্গান্তও হয়, যথা দিক্+মণ্ডল=দিঙ্মণ্ডল, তৎ+নিমিত্ত=তন্নিমিত্ত। আর শেষ পদের প্রথমে 'চ' 'ছ' থাকিলে পূর্ব্ব পদের অন্তিম 'ৎ' চ হয়— শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র, উৎ+ছিন্ন=উচ্ছিন্ন। 'জ' 'ঝ' থাকিলে 'ৎ' জ হয় জগৎ+জননী=জগজ্জননী, মহৎ+ঝটিকা=মহজ্ঝটিকা। ট, ঠ, থাকিলে 'ৎ' ট হয়—তৎ+টীকা=তট্টীকা, তৎ+ঠকার=তট্ঠকার। ড, ঢ, থাকিলে 'ৎ' ড হয়, উৎ+ডীন=উড্ডীন, সৎ+ঢক্কা=সড্ঢক্কা। ল থাকিলে 'ৎ' 'ল' হয়—সৎ+লোক=সল্লোক, আবার 'শ' থাকিলে ৎ, শ, মিশিয়া 'চ্ছ' হয়—তৎ+শরীর=তচ্ছরীর। হ থাকিলে ৎ, হ, মিলিয়া 'দ্ধ' হয়—তৎ+হিত=তদ্ধিত, উদ্ধৃত। এক পদের ভিতর হসন্ত জ-কারের পর ন থাকিলে জ+ন=জ্ঞ হয়, রাজ্+নী=রাজ্ঞী, যজ্+ন=যজ্ঞ; হ্রস্ব স্বর বর্ণ প্রথম পদের অন্তে থাকিলে শেষ পদের আদিম 'ছ' চ্ছ হয়, বৃক্ষ+ছায়া=বৃক্ষচ্ছায়া।

প্র। [illegible] ন মূর্দ্ধন্য (ণত্ব) হয় কি প্রকারে(১)।

---

(১) ঋকার, রকার, ষকার, পরে নকার যদি থাকে। [illegible] করে তার কাটি মাথা কোন [illegible] তার রাখে।

ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার, ত কিম্বা থ থাকিলে দন্ত্য 'স' হয় যথা, মনঃ+তাপ=মনস্তাপ, নিস্তার। অজাতির পরেতে বিসর্গ থাকিলে ক, খ, প, ফ, পরেতে দন্ত্য 'স' হয় যথা, তঃ+কর=তস্কর, ভূয়ঃ+স্খলিত=ভূয়স্খলিত, ইত্যাদি। অ আ ভিন্ন স্বরের পর বিসর্গ থাকিলে মূর্দ্ধন্য 'ষ' হয় যথা, দুঃ+কর=দুষ্কর, নিঃ+পাপ=নিষ্পাপ, নিঃ+ফল=নিষ্ফল।

উ। অকার-মধ্যস্থিত বিসর্গ উভয় অকারের সহিত 'ও' হয় যথা, মনঃ+অভিনিবেশ=মনোভিনিবেশ(১), বয়োধিক। গাদিবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের অকারের সহিত বিসর্গ 'ও' হয় যথা, অধঃ+গতি=অধোগতি, মনোহর, মনোনীত। গাদি বর্ণ বা স্বর বর্ণ শেষ পদের আদিতে থাকিলে পূর্ব্ব পদের ইজাতির উজাতির পরস্থ বিসর্গ 'র' হয় যথা, বহিঃ+গমন=বহির্গমন, দুঃ+বল=দুর্ব্বল(২) দুঃ+যোগ=দুর্যোগ, দুঃ+অদৃষ্ট=দুরদৃষ্ট, নিঃ+আকার=নিরাকার, শাস্ত্রজ্ঞ(৩) নিঃ+রস=নীরস,

(১) এখানে অকারের পর বিসর্গ আছে ও শেষ পদের আদিতে অকার আছে উভয় অকারের সহিত বিসর্গ 'ও' হইয়া প্রথম পদের শেষ বর্ণে যোগ হইল।

(২) র যে বর্ণের মস্তকে যায় তাহাকে দ্বিগুণ করে।

(৩) শেষ পদের আদিতে র থাকিলে বিসর্গের লোপ পায় ও পূর্ব্বপদের শেষ স্বর দীর্ঘ হয়।

বিসর্গ সন্ধিতে যত প্রকার কার্য্য উক্ত হইয়াছে তাহার বাধক এই নিয়মটি ; গাদি ও স্বর পরেতে রজাত বিসর্গ কেবল 'র' হইবেক যথা, পুনঃ+বার =পুনর্ব্বার, অন্তঃ+দ্বীপ=অন্তরীপ। ঐ পরেতে অহন্ শব্দের ন 'র' হয় যথা, অহন্+নিশ= অহর্নিশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রশ্ন। শব্দ কয় প্রকার(১)?

উত্তর। তিন প্রকার যথা, নামশব্দ, সর্ব্বনামশব্দ, অব্যয় শব্দ।

প্র। নামশব্দ কাহারে বলে?

উ। যে শব্দের লিঙ্গাদি আছে তাহাকে নামশব্দ বলে(২) ; যথা—রাম, বৃক্ষ, নীল।

প্র। সর্ব্বনাম শব্দ কাহারে বলে?

উ। যে শব্দের লিঙ্গ নাই, ও সকল নাম শব্দের বদলে ব্যবহার করা যায়, তাহা সর্ব্বনাম শব্দ। যথা কিম্, যদ্, তদ্, ইদম্, অদস্, এতদ্, যুষ্মদ্, অস্মদ্, নিজ,

---

(১) এক বর্ণের বা বহু বর্ণের সমষ্টির অর্থ প্রকাশ পাইলেই শব্দ বলা যায়।

(২) অর্থাৎ যে শব্দটি একটা কোন বস্তুর নাম হয় তাহা।

আপন ইত্যাদি সর্ব্বনাম শব্দ, ইহাদের প্রথমের পাঁচটির নাম (কাদিপঞ্চক) কাদিপঞ্চক বলিলে কিম্, যদ, তদ্, ইদম্, অদস্ বুঝাইবেক।

প্র। কারক বিভক্তি যুক্ত হইলে সর্ব্বনাম কিরূপ আদেশ হয়?

উ। ক্রমান্বয়ে এই গুলি আদেশ হয় যথা, কিম্ শব্দের স্থানে কা(১)=কাহা, যদ+যা=যাহা, তদ্ +তা=তাহা, ইদম্+ই=ইহা, অদস্ +উ=উহা, এতদ্+এ=এহা, যুষ্মদ্, তুমা, অস্মদ্, আমা হয়। এক জন কর্ত্তা বুঝাইলে ও পার্শ্ববর্ত্তি শব্দের যোগে কে, যে, সে, ই, উ, এ, তুমি, আমি হয়। পরিমাণ অর্থে কাদিপঞ্চক কত, যত, তত, এত, অত, আদেশ হয় যথা, কত আনিব, যত আনিবে তত লইব। পরিমাণের সংখ্যা জিজ্ঞাসিত হইলে ও উত্তর অর্থে আদিষ্ট কত প্রত্যুত্তর শেষ অকার 'কে' হয় যথা, কতকে আনিলে, যতকে হয়, ততকে আনিয়াছি। দিক্ বুঝাইতে কাদিপঞ্চক কদনে, যদনে, তদনে, এদনে, অদনে, আদেশ হয় যথা, কদনে যাইবে। প্রকারার্থে কেমন, যেমন, তেমন, এমন, অমন, আদেশ হয় যথা, কেমন লোক, যেমন তুমি তেমন সে। স্থানার্থে যোগে হইলে কোথা, যথা, তথা,

(১) কারক বিভক্তি পরেতে এক একটীর স্থানে আদেশ হয়।

মধ্যে, ইত্যাদি। নিশ্চায়ক যথা নিশ্চয়, অবশ্য, কেবল, মাত্র, ই, ইত্যাদি। সম্বোধন যথা, হে, ভো, ও, ওহে, এ, ওগো, (সাধারণ বোধক); রে, ওরে, রেরে, (ইতর বোধক); অয়ি, লো, ওলো, হেলো (কেবল স্ত্রীলিঙ্গ বিষয়ক); সম্বোধন এই ত্রিবিধ। বিস্ময়াদি বোধক, যথা, আঃ, ঈঃ, উঃ, ইত্যাদি; কিন্তু এই গুলি স্থান বিশেষে বিরক্তি বোধক হইয়াও থাকে। খেদার্থ যথা হায়, আহা, হাহা, হোহো, ইত্যাদি। নিষেধার্থ যথা অ, না, নো, না ইত্যাদি। স্বীকারার্থ, যথা—হাঁ, হুঁ, ইত্যাদি হেত্বর্থ, যথা, অতএব, একারণ, কাজেকাজে ইত্যাদি হেতুজ্ঞাপক যথা, কেননা, কিন্তু, ইত্যাদি। সম্ভাবনার্থ, যথা,—যদি, যদিস্যাৎ, যদ্যপি, ইত্যাদি পক্ষান্তরার্থ, যথা, কিম্বা, অথবা, বা ইত্যাদি। ক্রিয়া বিশেষণ (সময়ার্থ) যথা, কদাচিৎ, কদাচ, কদ কদাপি, ঝটিতি। এখনি, এখন্ত, পূর্ব্ব, ইদানীং সম্প্রতি॥ শীঘ্র, অগ্রে, অবশেষে, চির, অতঃপর মধ্যে, পশ্চাৎ, বারম্বার, ধীরে, অনন্তর॥ অদ্য দিন, প্রথমতঃ, ইদানীং, তৎক্ষণাৎ। কালীন, তদ দা, পর্য্যন্ত, অচিরাৎ॥ অবধি, অধুনা, যাব বৎ, সর্ব্বদা। মুহুর্মুহুঃ, পুনঃ পুনঃ, বার, যদ যদা॥ উত্তরোত্তর, ঝটিত, নিরন্তর, বারেক পুনঃ

ইদানীন্তন, এই, আস্তে, তাবৎ ॥ (স্থানার্থ) কুত্রচিৎ কুত্রাপি, বহিঃ, অত্র, অধঃ, তথা। এখানে, সমীপে, যথা, এথা, হেথা, কোথা ॥ ইতস্ততঃ, ত্র যোগে সর্ব্ব-নাম সর্ব্বদা ॥ (প্রকারার্থ) মন্দ, ঘন, সাবধান, নিদান, নিতান্ত। এমন, ক্রমশঃ, ক্রমে, অত্যন্ত, একান্ত ॥ এতাবতা, অধিকন্তু, বিধ, এমত, হঠাৎ। বিস্তর, সুতরাং, দৈব, ন্যূন, অল্প, দৈবাৎ ॥ অতি শয়, আচম্বিত, অধিক, সর্ব্বথা। অকস্মাৎ, সহসা, বৃথা, নতুবা, অন্যথা ॥ ফলতঃ, বস্তুতঃ, মাত্র, শুদ্ধ, অনর্থক। অল্পাংশঃ, কেবল, অতঃ, নচেৎ, নিরর্থক ॥ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া বিশেষণ ॥ আপে-ক্ষিক যথা, তবে, তথাপি, তথাচ, তত্রাপি, তবু, বৈ, বরং, বরঞ্চ, অপেক্ষা, হইতে, চেয়ে ইত্যাদি। প্রশ্নার্থ যথা, কিং, কি ইত্যাদি। পাশ্চবর্ত্তি যথা, গাছ, গাছা, গাছি, গুলা, খান, খানা, খানি। গণ, গুলি, গুলিন, বর্গ, খানেক, খানিক, খেনি ॥ তো, টী, টুক, টা, রে, গো, লো, ইত্যাদি নানা প্রকার অব্যয় শব্দ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্র। সংজ্ঞা শব্দ কয় অংশে বিভক্ত ?

উ। দুই অংশে, যথা জাতিবোধক ও দ্রব্যবোধক।

প্র। জাতি কাহারে বলে?

উ। নিত্য এক (অথচ) অনেকে থাকে যে সে জাতি, তদ্যুক্ত জাতিবাচক যথা মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট, ইত্যাদি জাতিবাচক।

প্র। দ্রব্য কাহারে বলে?

উ। গুণের আশ্রয় যে সে দ্রব্য (বস্তু) যথা পুষ্প, বস্ত্র, গৃহ, ইত্যাদি।

প্র। বিশেষণ পদ কয় অংশে বিভক্ত?

উ। তিন অংশে; গুণবিশেষণ, সর্ব্বনামবিশেষণ, অব্যয়বিশেষণ।

প্র। সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া কাহারে বলে?

উ। যে ক্রিয়া বাক্য সমাপন করে সে সমাপিকা ক্রিয়া, আর যে বাক্য সমাপন না করে সে অসমাপিকা ক্রিয়া, যথা যাইতেছেন, যাইয়া খাইব ইত্যাদি।

প্র। নাম পদে ও ক্রিয়াপদে কি প্রভেদ আছে?

উ। নামের শেষে কারক বিভক্তি থাকে, আর ক্রিয়ার শেষে ক্রিয়া বিভক্তি থাকে।

প্র। কারক কয় প্রকার?

উ। ছয় প্রকার; কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। কারক ভিন্ন সম্বন্ধ একটি আছে?

প্র। প্রত্যেক কারকের বিভক্তি কি কি?

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বচন	কর্ত্তা	কর্ম্ম	করণ	সম্প্রদান	অপাদান	সম্বন্ধ	অধিকরণ
একবচন	০ (১)	কে, য	দ্বারা, করিয়া	কে, য়	থেকে, হইতে	র	তে, এ
বহুবচন	রা	দিগকে	ঐ	দিগকে	ঐ	দের, দিগের	ঐ

কর্ত্তা কারকের বিভক্তির নাম প্রথমা, কর্ম্ম কারকের বিভক্তির নাম দ্বিতীয়া, এই প্রকারে তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী নাম হয়। যে কারক বিভক্তির আদিতে ‘ত’ ‘র’ আছে এমত বিভক্তি পরেতে অকারান্ত শব্দের অ ‘এ’ হয়, যথা মনুষ্যেরা, জলেতে॥

প্র। ব্যক্তির সঙ্খ্যা কত?

উ। তিনটী; প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অর্থাৎ আমি প্রথম ব্যক্তি, তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তি, রাম, তিনি ইত্যাদি সকল শব্দ তৃতীয় ব্যক্তি। আর ব্যক্তির অধীনে সকল প্রত্যয় থাকে।

---

(১) কর্ত্তাকারকের একবচন বোধক বিভক্তির আবশ্যক নাই।

প্র। ক্রিয়া বিভক্তি কাহার অধীনে থাকিয়া ধাতুতে যুক্ত হয়?

উ। কাল ও ব্যক্তির অধীনে।

প্র। ধাতুর কোন্ স্থানে ক্রিয়াপ্রত্যয় যোগ হয়?

উ। ধাতুর শেষে প্রত্যয় সকল যুক্ত হয়।

প্র। কোন্ ব্যক্তির অধীন কোন্ প্রত্যয়াদি?

উ। শুনুন। যথা,

ব্যক্তি	অতীত কালের প্রত্যয়	বর্ত্তমান সমীপ অতীত কালের প্রত্যয়	বর্ত্তমান কালের প্রত্যয়	বর্ত্তমান সমীপ ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যৎ
প্রথম	ইয়াছিলাম	ইলাম	ইতেছি	ই	ইব
দ্বিতীয়	ইয়াছিলে	ইলে	ইতেছ	অ	ইবে
তৃতীয়	ইয়াছিলেন, ইয়াছিল	ইলেন, ইল	ইতেছেন, ইতেছে	উন, উক	ইবেন, ইবেক

যথা, দেখ্(১)+ইতেছি=দেখিতেছি। শু+ইয়াছিলাম=শুইয়াছিলাম(২)।

প্র। অসমাপিকাক্রিয়ার বিভক্তি কি কি?

উ। ইয়া, অত, এই দুইটী, যথা কর্(১)+ইয়া=করিয়া, কর্+অত=করত।

---

(১) ধাতু।
(২) ক্রিয়াপ্রত্যয় পরেতে সন্ধিকার্য্য প্রায় হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রশ্ন। তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিবরণ বল?

উত্তর। আ, ঈ, অ, তা, তর, তম, চুঞ্চু, বৎ, মৎ, ইন্; ময়ট্(১), ধাচ্, চী, টীয়, ইমন, য, মট, টণ, টীয়ণ, টিকণ, টাণ, টিণ, টেযণ ইত্যাদি নানা প্রকার তদ্ধিত প্রত্যয়।

প্র। উহা কি নিয়মে যুক্ত হইয়া থাকে?

উ। বয়স্‌বোধক, গুণবোধক, ও অকারান্ত শব্দে 'আ'(২) প্রত্যয় যুক্ত হয় যথা, বৃদ্ধ+আ=বৃদ্ধা, কন্যা, বালা, বৎসা, মন্দা, মধ্যমা ইত্যাদি। বৈশ্য শব্দে ও অজাদি শব্দে আ যুক্ত হয় যথা, বৈশ্যা, অজা, অশ্বা।

প্র। ঈ যোগ হয় কি নিয়মে(৩)?

উ। টিৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দে(৩), নদ আদি শব্দে, এবং যে শব্দের শেষে 'ঋ' আছে 'ন্' আছে, 'ৎ' আছে, আর জাতি ও অঙ্গবোধক অকারান্ত শব্দে, গুণবোধক উকারান্ত শব্দে, ক্তি প্রত্যয় ভিন্ন ইকারান্ত

---

(১) তদ্ধিত বা অন্য প্রত্যয়ে 'ট' থাকিলে সে ট থাকে না টিৎকার্য্য হয়।

(২) তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ পরেতে শব্দের অন্তিম অকারাদি ইকারাদির লোপ হয়।

(৩) কেবল স্ত্রীলিঙ্গ প্রকাশিতে শব্দে আ, ঈ যোগ হয়।

শব্দে, ঈ যুক্ত হয় যথা, বিদ্যাধরী(১), নদী(২), কর্ত্রী, মানিনী, পুত্রবতী, মানবী, সাধ্বী, মৃগনয়নী, রাজ্ঞী, দাসী, তারিণী, শ্রীমতী, কালী ইত্যাদি। আর ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, মৃড, আচার্য্য, মাতুল, উপাধ্যায়, এই সকল শব্দের পত্নী অর্থে, ও হিম, অরণ্য শব্দে ঈ প্রত্যয় যোগ কালে উক্ত শব্দ সকলের অন্ত্য আকার 'আন্' হয় যথা ইন্দ্র+ঈ+অ+আন্=ইন্দ্রাণী, বরুণানী ইত্যাদি।

প্র। অপর অর্থাধীন প্রত্যয় সকল বল?

উ। ত্ব, তা, এই দুইটি (প্রত্যয়) সেই শব্দের অর্থকে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে শব্দে যুক্ত করিতে হয় যথা, মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মনুষ্যের ধর্ম্ম, মূর্খতা(৩)। শ্রেষ্ঠার্থে (উৎকর্ষার্থে) শব্দে তর, তম, যুক্ত হয়, দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তর' প্রত্যয়ান্ত হয় যথা, দুই বিজ্ঞের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট সে বিজ্ঞতর। বহুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুঝাইতে 'তম' হয় যথা, বহু বিজ্ঞ হইতে যে শ্রেষ্ঠ, সে বিজ্ঞতম। তুল্যার্থে বৎ(৪) প্রত্যয় হয় যথা, অগ্নিবৎ

(১) ঈ, ত্যাগ হইয়াছে যে প্রত্যয়ের সেই প্রত্যয় যুক্ত, যথা, বিদ্যা ধৃ+উঙ=বিদ্যাধর+ঈ=বিদ্যাধরী।

(২) নদ+ঈ=নদী।

(৩) ত্ব, তা, যুক্তপদ বিশেষ্য পদ হয়।

(৪) বৎ প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শব্দটি অব্যয় হয়।

রৌদ্র(১)। বিশিষ্টার্থে বা বিদ্যমানার্থে বৎ, মৎ, ইন, যুক্ত হয় যথা, ধনবান্ অর্থাৎ ধনযুক্ত; হনুমান্ অর্থাৎ হনু বিদ্যমান, ধনী অর্থাৎ ধনযুক্ত। স্রক্, মেধা, মায়া ও অস্ ভাগান্ত শব্দে ইন্ যোগ কালে শব্দান্তে, 'ব' আগম হয় যথা স্রগ্বী, মায়াবী, যশস্বী। তাহাতে তাহার শরীর বুঝাইতে শব্দে 'ময়ট' যুক্ত হয় যথা, জল+ময়ট=জলময়, স্বর্ণময়, রসময়ী, মৃণ্ময়ী। প্রকারার্থে সংখ্যা শব্দে ধাচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয় যথা, দ্বি+ধাচ=দ্বিধা, অর্থাৎ দুই প্রকার; ত্রিধা। পূর্ব্বে ছিল না সম্প্রতি হইয়াছে (অভূত তদ্ভাব) অর্থে ভূত ও কৃত শব্দের পূর্ব্বস্থিত শব্দের শেষে 'চী' প্রত্যয় যুক্ত হয় যথা, বশীভূত অর্থাৎ বশ হইয়াছে, দৃঢ়ীকৃত। সম্বন্ধ অর্থে শব্দে 'ঈয়' প্রত্যয় হয়, যথা, ভবৎ+ঈয়=ভবদীয়, মদীয়, ত্বদীয়। গুণবচন শব্দে ভাবার্থে (ইমন) প্রত্যয় যুক্ত হয়, যথা, মহিমা, গরিমা(২)। ভাবার্থে দিব আদি শব্দে 'য' প্রত্যয় যুক্ত হয় যথা, দিব্য, গণ্য, পদ্য, মূল্য, তুল্য। পূরকবাচ্যে সংখ্যা শব্দে 'মট' প্রত্যয় যুক্ত হয়—যথা, পঞ্চম, পঞ্চমী; কেবল পঞ্চ, সপ্ত,

---

(১) এখানে অগ্নির দাহকতা শক্তির সহিত রৌদ্রের দাহকতা শক্তির তুলনা হইয়াছে।

(২) ইমন পরেতে মহৎ শব্দের 'ৎ' ও গুরু শব্দের দুইটি উকার লোপ হইয়াছে।

অষ্ট, নব, দশ শব্দে হইবেক। অপত্যার্থে ভাবার্থে, স্বার্থে, বিকারার্থে, ইদমর্থে টণ, টীয়ণ, টিকণ, ট্যণ, টীণ, টেয়ণ, এই ছয়টির যে কোন একটি প্রত্যয় শব্দোত্তে যুক্ত হয়—যথা, পর্ব্বত+টণ 'অ' থাকে, বৃদ্ধি হইয়া পার্ব্বত, পার্ব্বতী, টিৎকার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যয়ের ট ত্যক্ত হয়। গুণ বা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যয়স্থ 'ণ' ত্যক্ত হয়। উকারান্ত শব্দের উ, অব্, হয় যথা; সাধু+টন+উ+অব=সাধব। অপত্যার্থে যথা, পাণ্ডব, রাঘব, মানব, দাশরথি, কার্ষ্ণ। ভাবার্থে—মাধুর্য্য, ঔদার্য্য। স্বার্থে বাহুল্য। বিকারার্থে—হৈম, রাজত। ইদমর্থে শৈব, বৈষ্ণব। টীয়ণ প্রত্যয় পরেতে অস্মদ মদ্, যুষ্মদ ত্বদ্ হয়—মদীয়, ত্বদীয়। পদসঙ্কুল, যথা, আর্ষ, ভার্গব, বৈশ্য, ভাগবতীয়, দৌবারিক, সামাজিক, গাণিক, বার্ষিক, পাচ্য, বাদ্য, জামদগ্ন্য, ভারদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাহুল্য, পারাশর, গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌর, সৌর্য্য ইত্যাদি।

থট্	ঐ	চতুর্ ও ষষ্ শব্দে	চতুর্থ, ষষ্ঠ
তীয়	ঐ	দ্বি, ত্রি শব্দে	দ্বিতীয়, তৃতীয়(১)
ইষ্ঠ	উৎকর্ষ, বিদ্যমান	গুণবাচক	লঘিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ
ঈয়স	ঐ	ঐ	পাপীয়ান্,
তা	সমূহার্থে	জন, গ্রাম	জনতা
আলু	[illegible]	[illegible]	[illegible] কৃপালু
আল	ঐ	রসাদি	রসাল, শুণ্ডাল, বাচাল
উর	ঐ	দন্তাদি	দন্তুর, বিদুর,
ইল	ঐ	জটাদি	জটিল, পিচ্ছিল, ফেনিল
শ	ঐ	লোমন্ প্রভৃতি	লোমশ,
শালীন্		সকল শব্দে	গুণশালী, হে বিদ্যাশালিন্

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন। সমাস কাহাকে বলে?

উত্তর। বিভক্তি ও সমুচ্চয় পদ ত্যাগ হইয়া অনেক পদ এক পদ হইলে সমাস বলি, অর্থাৎ প্রতিপাদ

(১) ত্রি শব্দ তৃ হয়।

বিভক্তি না থাকিয়া বহু পদের শেষ পদটিতে বিভক্তি থাকিলে সমাস বলা যায়।

প্র। সমাস কত প্রকার?

উ। ছয় প্রকার—দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু, বহুব্রীহি, ও অব্যয়ীভাব।

প্র। দ্বন্দ্ব সমাস কিরূপ বল?

উ। যে সমাসে প্রথমান্ত প্রত্যেক বিশেষ্য পদের অর্থ প্রধান থাকে তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা যায়, যথা স্ত্রী ও পুরুষ=স্ত্রীপুরুষ(১), বালক ও বালিকা =বালকবালিকা, হিতাহিত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য ও শূদ্র। রামলক্ষ্মণ যাইতেছেন। ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব সমাস যথা ইতরেতর, সমাহার, একশেষ।

প্র। উক্ত ত্রিতয়ের কি বিভিন্নতা বল?

উ। সমাসের পরপদেতে বহুবচন বোধক বিভক্তি যুক্ত হইলে ইতরেতর দ্বন্দ্ব বলা যায়, যথা রাম ও লক্ষ্মণ=রামলক্ষ্মণেরা, আত্মীয় এবং বন্ধু ও জ্ঞাতি= আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতিরা। একবচন বোধক বিভক্তি যুক্ত হইলে সমাহার দ্বন্দ্ব বলা যায়, যথা রাম ও লক্ষ্মণ=রামলক্ষ্মণ, আত্মীয় এবং বন্ধু ও জ্ঞাতি= আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতি, দাঁত ও আস্য এবং উদক=

---

(১) স্ত্রীপদের ও পুরুষ শব্দের সমাস হইয়া মধ্যস্থ "ও" পদটির লোপ হইল।

যাত্ত্যাত্রোদক। যে যে পদে সমাস হইবেক তাহাদের অর্থ স্বাধীন রাখিয়া সেই সেই পদকে নষ্ট করত অন্য ব্যক্তি বোধক শব্দে বহুবচন বোধক বিভক্তি যুক্ত হইলে একশেষ দ্বন্দ্ব বলা যায়, যথা, আমি ও তুমি আর শ্যাম=আমরা, শ্যাম ও তুমি=তোমরা, রাম ও লক্ষ্মণ এবং ভরত আর শত্রুঘ্ন=রামেরা, শ্যাম ও আমি এবং গোপাল আর তুমি=আমরা॥

প্র। কর্ম্মধারয় সমাস কিরূপে হয় বল?

উ। বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের যে সমাস তাহা কর্ম্মধারয় যথা, নীল+পুষ্প=নীলপুষ্প, জীর্ণ+বস্ত্র=জীর্ণবস্ত্র, উত্তম+পুরুষ=উত্তমপুরুষ, বৃদ্ধা+স্ত্রী=বৃদ্ধস্ত্রী(১)।

প্র। তৎপুরুষ সমাস কিরূপে হয় বল?

উ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত আদ্য পদের সহিত শেষ পদের যে সমাস তাহা তৎপুরুষ সমাস(২); যথা বৃক্ষ আশ্রিত=বৃক্ষাশ্রিত(৩), গ্রামগত। তৃতীয়া তৎপুরুষ

---

(১) পূর্ব্বপদের অন্তে দীর্ঘ স্বর থাকিলে প্রায় হ্রস্ব হয়।

(২) প্রথমপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকিলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া থাকিলে তৃতীয়া তৎপুরুষ, ঐ রূপে চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ হয়।

(৩) বৃক্ষশব্দের আশ্রিতপদে সমাস হইয়া এই অর্থ বোধ হইল যে বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে।

ধরাধরি, গালাগালি। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সমাস হইতেছে অথচ বহুব্রীহি সমাসে পুংলিঙ্গের বিশেষণ হইলে সমস্যমান স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গবৎ হয়, যথা উত্তমা+ভার্য্যা যে পুরুষের, সে উত্তমভার্য্য।

প্র। অব্যয়ীভাব সমাস কিরূপে হয় বল।

উ। যে সমাসের প্রথমে অব্যয়পদ থাকিয়া অপর পদের সহিত সমাস হয় তাহা অব্যয়ীভাব॥ ছয় প্রকার অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়, সাদৃশ্য, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, অনতিক্রম, সামীপ্য, অভাব, যথা ১ম—অনুরূপ, অনুরথ। ২য়—প্রতিদিন, প্রতিবর্ষ, প্রতি নিমেষ। ৩য়—আবাল বৃদ্ধ, আজীবন, আমূল। ৪র্থ—যথাশক্তি, যথাযোগ্য। ৫ম—উপদ্বীপ, উপসাগর। ৬ষ্ঠ—নির্জ্জন, নির্মক্ষিক॥

প্র। সমাসকার্য্য বল।

উ। দ্বন্দ্ব সমাসেতে পুংলিঙ্গ শব্দের ও বহুস্বর শব্দের প্রথমে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ও অল্পস্বর শব্দ থাকে, যথা সীতারাম, কীটমূষিক।

কর্ম্মধারয় দ্বিগু ও তৎপুরুষ সমস্যমান শব্দের অন্তে সখি শব্দ থাকিলে, ও সর্ব্ব, পুণ্য এবং সমস্তার্থ শব্দের ও সংখ্যাবাচক শব্দের পর রাত্রি শব্দ থাকিলে, সখি ও রাত্রি শব্দের ই—অ হয় যথা, উত্তম+সখি—উত্তমসখ, রাজসখ। সর্ব্ব+রাত্রি—সর্ব্বরাত্র, পু

পরাজ। অর্দ্ধরাত্র, দ্বিরাত্র, অহোরাত্র। উক্ত সমা সমূহের অহন্ ও রাজন্ শেষপদ হইলে 'ন' লোপ পায় যথা অধি+রাজন্=অধিরাজ, সপ্ত+অহন্=সপ্তাহ। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, দিনান্ত সিদ্ধ হয়। উক্ত সমাসে মহৎ শব্দ আদি পদ হইলে 'ৎ' আ হয়, যথা মহৎ+আশয়=মহাশয়। বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদান্তে কচিৎ 'ক' আগম হয়, যথা সভর্তৃক, সস্ত্রীক। পূর্ব্বপদ, সহ ও সমান এই দুটি পদ সমাসেতে 'স' হয় ও অপ শব্দ শেষপদ হইলে অপ=ঈপ হয় যথা, সভূত, সগোত্র, দ্বীপ, জম্বুদ্বীপ। সমসমাস সর্ব্বনাম শব্দ পূর্ব্ব পদ হইলে প্রকৃতিবৎ হয় যথা তদ্ধন, তদ্দত্ত, মৎপুত্র, অস্মৎপুত্র। একবচনান্ত যুষ্মদ ও অস্মদ শব্দ ইচ্ছাধীন ত্বৎ—মৎ হয় যথা, ত্বৎপুত্র—মৎপুত্র। তৎ সমাসে পথিন্ শব্দ শেষপদ হইলে পথ হয় যথা, রাজপথ। শেষ পদের আদিতে হল্ বর্ণ থাকিলে নিষেধার্থ 'ন' অ হয়, স্বরবর্ণ থাকিলে ন অন্ হয়, যথা, অমানুষ, অনেক, অনিচ্ছ।॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্র। পদ কয় প্রকার?

উ। দুই প্রকারে ; ধাতুতে ক্রিয়াপ্রত্যয় যোগ করিলে ক্রিয়াপদ হয়, আর ধাতুতে কৃৎ প্রত্যয় যোগ করিলে লিঙ্গনির্ণীত হইয়া নাম হয়, পুনঃ তাহা কারক বিভক্তি যুক্ত হইলে শব্দপদ হয় ; এবম্প্রকারে ক্রিয়াপদ ও শব্দপদ হয় ॥

প্র। নামে ও শব্দে কি বিভিন্নতা আছে তাহা জান ?

উ। জানি, নামে লিঙ্গমাত্র থাকায় লিখন পঠনে ব্যবহৃত হয় না, আর শব্দপদে লিঙ্গ ও কারক বিভক্তি থাকায় ব্যবহৃত হয়, এই বিভেদ আছে।

প্র। ধাতু কাহারে বলে ও তাহা কত প্রকার ?

উ। পদমূলকের (পদপ্রকৃতির) নাম—ধাতু ; অর্থাৎ যাহাতে ক্রিয়া প্রত্যয় ও কৃৎ প্রত্যয়, যোগ করিলে পদ হয় তাহার নাম ধাতু ; তাহা দুই অংশে বিভক্ত সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ॥

প্র। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক এই দুয়ের কি প্রভেদ আছে ?

উ। যে ক্রিয়াপদ স্বীয় বাক্য মধ্যে প্রকাশ রূপে বা অপ্রকাশ রূপে কর্ম্মপদ চায় (রাখে) সে সকর্ম্মক ধাতু ; আর যে ধাতুজ ক্রিয়াপদ কর্ম্মকারক চায় না (রাখেনা) সে অকর্ম্মক ধাতু। সকর্ম্মক ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারকের সহিত মিলামিলা ক্রিয়া, অকর্ম্মক ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারক নাই এমন ক্রিয়া, যথা গোপাল পুস্তকে দেখিতেছে, অথবা গোপাল দেখে ;

তেছে ; এই দুটি বাক্যের প্রথমটিতে কর্ম্মকারক প্রকাশিত ও শেষটিতে গুপ্ত আছে, (দেখ) ধাতু সকর্ম্মক হইল। গোপাল শুইতেছে, ও দৌড়িতেছে এই বাক্য দুটিতে কর্ম্মকারক নাই ও চায়ও না. একারণে 'শু' ও 'দৌড়্' ধাতু অকর্ম্মক হইল।

প্র। একজন অন্যকে কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিতেছে ইহা বুঝাইতে ধাতুতে কি সেই সকল প্রত্যয় যোগ করিতে হয়?

উ। সেই সকল প্রত্যয় যুক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজক বোধক 'আ' 'ওয়া' এই দুটি প্রত্যয় ধাতুতে অগ্রে যোগ করিয়া শেষে সেই সকল প্রত্যয় যোগ করিতে হয়, যথা করাইতেছি, শোওয়াইব, খাওয়াইব(১)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্র। কৃদন্তপদ হয় কি রূপে?

উ। সংস্কৃত ধাতু বাচ্যাদিগত কৃৎ প্রত্যয় পরেতে তৎকার্য্যান্বিত হইয়া বিভক্তি যুক্ত হইলে কৃদন্ত পদ হয়, ও তাহা প্রায় বিশেষণ হয়॥

প্র। কৃৎপ্রত্যয় কি কি?

---

(১) অকারান্ত ধাতুকে 'আ' অকারান্ত ধাতুতে 'ওয়া' যোগ হয়।

সমুদায় প্রত্যয়	প্রত্যয়ের যাহা লোপ করিতে হয়	প্রত্যয়ের অবশিষ্ট অর্থাৎ যাহা ধাতুতে যুক্ত হইবেক	ধাতু	প্রত্যয়	নাম অর্থাৎ শব্দপ্রকৃতি
অমান	০	অমান	পচ্	অমান	পচমান
যমান	০	যমান	দৃশ্	যমান	দৃশ্যমান
তৃণ্	ণ্	তৃ	ভুজ্	তৃণ্	ভোক্তা
ণক	ণ্	অক	লিখ্	ণক	লেখক
ণিন্	ণ্	ইন্	স্থা	ণিন্	স্থায়ী
ইষ্ণুণ্	ণ্	ইষ্ণু	বৃধ্	ইষ্ণুণ্	বর্দ্ধিষ্ণু
উ	০	উ	চিকীর্ষ*	উ	চিকীর্ষুঃ
আ	০	আ	জিজ্ঞাস্*	আ	জিজ্ঞাসা
কি	কি	০	বচ্	কি	বাক্
ণট্(১)	ণ্—ট্	অ	কৃ	ণট	কার
ড	ড্	অ	গম্	ড	গ

* সন্নন্ত ধাতু ইহাকে বলে। (১) টিৎকার্য্য হইবেক।

টঙ্(১)	ট্—ঙ	অ	ধৃ	টঙ্	ধর
ক্ত	ক্	ত	ভজ্	ক্ত	ভক্ত
তব্যঙ্	ঙ	তব্য	মন্	তব্যঙ্	মন্তব্য
অনীয়ঙ্	ঙ	অনীয়	রম্	অনীয়ঙ্	রমণীয়
ণ্য	ণ্	য	কৃ	ণ্য	কার্য্য
যঙ্	ঙ	য	কৃ	যঙ্	ক্রিয়া
ঘণ্	ঘ—ণ্	অ	পচ্	ঘণ্	পাক
ঙ	ঙ্	অ	নৃ	ঙ	নর
ক্তি	ক	তি	মুচ্	ক্তি	মুক্তি
ঙনট্(১)	ঙ—ট	অন	শী	ঙনট্	শয়ন

প্র। প্রত্যয়ের কোন কোন বর্ণ ত্যাগ করিতে হয় কেন?

উ। ণ—ত্যাগে প্রকৃতির প্রথম স্বর বর্ণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যুক্তাক্ষর অন্তেস্থিত, ও দীর্ঘ উপান্ত, ও ইকার, উকার, ঋকার, মধ্যে আছে এমন দ্বিহল ভিন্ন ধাতুর বৃদ্ধি হয় ও ক্বচিৎ গুণ কার্য্যও হয়। ঙ—ত্যাগে ইকারাদির, উকারাদির, ঋকারাদির, গুণ কার্য্য হয় (২)।

(১) চিহ্ন। (২) হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের গুণ কার্য্য হয়।